69963 - ঘরে সূরা বাক্বারা পড়ার পদ্ধতি কী? ক্যাসটে-প্লয়োর থকেে পড়া কি যথষ্টে?

প্রশ্ন

ঘরে সূরা বাক্বারা পাঠ করা এবং এ সূরার পঠন শয়তানকে তাড়ানো: সূরাটি উচ্চস্বরে পড়া কি আবশ্যকীয়? ক্যাসটে-প্লয়োর ব্যবহাররে মাধ্যমে কি এ উদ্দশ্যে হাছলি হতে পারে? সূরাটি ভাগ ভাগ করে পড়লে কি যথষ্টে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ সূরা বাক্বারার মহান ফযলিতরে কথা জানয়িছেনে এবং এই সূরার মহান কছিু আয়াত যমেন- আয়াতুল কুরসি ও শষে দুই আয়াত-এর ফযলিতরে কথাও জানয়িছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরার ফযলিত সম্পর্কে যা কছিু উল্লখে করছেনে তার মধ্যে রয়ছেে যে ঘরে এ সূরাটি পড়া হয় সে ঘর থকেে শয়তান পালয়িে যায় এবং যাদু থকেে সুরক্ষা ও যাদুর চকিৎিসায় এটি উপকারী।

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفِر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

رواه مسلم 780

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তোমরা তোমাদরে ঘরগুলোকে কবর বানওি না। যে ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয় সে ঘর থকেে শয়তান পালয়িে যায়।"[সহহি মুসলমি (৭৮০)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে:

জমহুর আলমে শব্দটকিে ينفِر এভাবে পড়ছেনে। আর সহহি মুসলমিরে কোন কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করছেনে: يفرُّ উভয়টি সহহি।[শারহু মুসলমি (৬/৬৯)]

আবু উমামা আল-বাহলেী (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি তনিি বলনে: "তোমরা সূরা বাক্বারা পড়। কনেনা এর পাঠে বরকত রয়ছেে এবং তা বর্জন করা আফসোসরে কারন। আর বাতলিপন্থীরা এতে সক্ষম হয় না।"[সহহি মুসলমি (৮০৪)]

বাতলিপন্থীরা হচ্ছে: যাদুকরগণ।

এটি উচ্চস্বরে পড়া শর্ত নয়। বরং ঘরে পড়া বা তলোওয়াত করাই যথষ্টে; এমনকি সটো নম্নিস্বরে হলওে। অনুরূপভাবে একবারে পড়া শর্ত নয়। বরং ধাপে ধাপে পড়া যতেে পারে। অনুরূপভাবে তলোওয়াতকারী একজন হওয়া শর্ত নয়। বরং ঘরবাসী নজিদেরে মধ্যে ভাগ করে নয়ো জায়যে। যদওি এক ব্যক্তরি একবারে পড়াটা উত্তম।

রডেওি বা ক্যাসটে থকেে বরেয়িে আসা ধ্বনকিে পড়া হসিবে গণ্য করা জায়যে নয়। বরং অবশ্যই ঘরবাসীদরে নজিদেরেকে পড়তে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ)কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি একটি হাদসি আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সূরা "বাক্বারা" পড়ে তার ঘরে শয়তান প্রবশে করে না। কন্তিু সূরাটি যদি ক্যাসটেে রকের্ড করে রাখা হয় তাহলে কি একই বষিয় হাছলি হবে?

জবাবে তনিি বলনে:

না, না। ক্যাসটেরে শব্দ কছিুই না। এটি কোন উপকার দবিে না। কনেনা ক্যাসটে বাজয়িে এ কথা বলা যায় না যে, "সে কুরআন পড়ছে"। বলা যায়: "সে পূর্বে তলোওয়াতকৃত ক্বারীর কণ্ঠস্বর শুনছে"। তাই আমরা যদি কোন এক মুয়াজ্জনিরে আযান রকের্ড করে রাখি এবং যখন ওয়াক্ত হয় তখন সটোকে মাইক্রোফোনে চালু করে এটাকে আযান হসিবে গ্রহণ করি— এটা কি জায়যে হবে? জায়যে হবে না। অনুরূপভাবে আমরা যদি একটি হৃদয়াগ্রহী খোতবা রকের্ড করে রাখি। এরপর যখন জুমার দনি আসবে তখন আমরা মাইক্রোফোনরে সামনে ক্যাসটে-প্লয়োরে এ রকের্ডটি চালু করি। ক্যাসটে প্লয়োর বলল: "আস্সালামু আলাইকুম"। এরপর মুয়াজ্জনি আযান দলি। তারপর ক্যাসটে-প্লয়োর খোতবা দলি। এটা কি জায়যে হবে? জায়যে হবে না। কনে? কনেনা এটি পূর্ববর্তী একটি কণ্ঠস্বররে রকের্ড। যমেনভিাবে আপনি যদি কোন একটি কাগজে লখিনে কংিবা ঘরে একটি মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) রাখনে পড়ার বদলে সটো কি যথষ্টে হবে? না; যথষ্টে হবে না।[আসয়লিাতুল বাব আল-মাফতুহ (প্রশ্ন নং-৯৮৬)]

কন্তিু ঘররে লোকদরে মধ্যে সূরা বাক্বারা পড়তে পারার মত কউে যদি না থাকে এবং ঐ ঘরে এসে পড়ে দবিে এমন কউে যদি না থাকে; সক্ষেত্রে তারা যদি ক্যাসটে-প্লয়োর ব্যবহার করে ইনশাআল্লাহ্ অগ্রগণ্য মত হচ্ছে— এতে করে তারা এ ফযলিত তথা 'ঘর থকেে শয়তানরে পলায়ন করা'র ফযলিত হাছলি করবে। বশিষেতঃ ঘরবাসীর মধ্যে কউে যদি ক্যাসটে-প্লয়োররে এ পড়াটা শুনে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে এ প্রশ্নটি জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি যে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে যা ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি গ্রন্থে সংকলন করছেনে: "তোমরা তোমাদরে ঘরগুলোকে কবর বানওি না। যে ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয়

সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে"। আমার প্রশ্ন হচ্ছে: যদি কেউ একটা ক্যাসেট-প্লেয়ারে সূরা বাক্বারার রেকর্ডকৃত ক্যাসেট বাজায় এবং সম্পূর্ণ সূরাটি পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ক্যাসেট চালু রাখে? নাকি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে পড়তে হবে কিংবা তার পক্ষ থেকে অন্য কাউকে সূরাটি পড়তে হবে?

জবাবে তিনি বলেন:

যে অভিমতটি অগ্রগণ্য (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ) গোটা সূরাটি রেডিওতে কিংবা ঘরের মালিকের নিজে পড়ার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'শয়তান পালিয়ে যাওয়া'র যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটা হাছিল হবে। কিন্তু শয়তান পালিয়ে গেলেও পড়া শেষ হলে আবার না-ফেরো অনিবার্য নয়। যেমনটি শয়তান আযান ও ইকামত শুনে পালিয়ে যায়; এরপর সে ফিরে এসে ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল তৈরী করে এবং বলে: এটা এটা স্মরণ কর। যেমনটি এ মর্মে সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাই মুমিন ব্যক্তির জন্য শরিয়তের বিধান হল তিনি সর্বদা আল্লাহ্র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবেন, শয়তানের ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা ও যে পাপের দিকে শয়তান ডাকে— এসব ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (২৪/৪১৩)]

দেখুন: 132431 নং প্রশ্নোত্তর।